জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর সিপিবি-বাসদ ও বাম মোর্চার স্মারকলিপি পেশ

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে এবং নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিতে মিয়ানমারকে বাধ্য করুন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে রোহিঙ্গা জনগণের ওপর মিয়ানমারের সরকারের গণহত্যা ও বর্বরতা বন্ধসহ পাঁচ দফা দাবিতে জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর স্মারকলিপিতে সারাদেশব্যাপী পরিচালিত গণস্বাক্ষর অভিযানে সংগৃহীত স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি ২২ অক্টোবর '১৭, ঢাকাস্থ জাতিসংঘ অফিসে হস্তান্তর করা হয়। জাতিসংঘ ঢাকা অফিসের প্রধানের অনুপস্থিতিতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মি. হেনরি গ্লোরিয়েঙ স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

সিপিবি-বাসদ ও বাম মোর্চার পক্ষে স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন সিপিবি সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দী, সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম, বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির বহ্নিশিখা জামালী, বাসদ (মার্কসবাদী)'র জহিরুল ইসলাম। এছাড়াও দলসমূহের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্মারকলিপি হস্তান্তর পরবর্তী ব্রিফিং-এ সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সিপিবি-বাসদ-বাম মোর্চার স্মারকলিপির নিম্নলিখিত ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন।

১. মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শরণার্থীর মর্যাদা দিন এবং তাদের থাকা খাওয়া, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ সভ্য জীবনযাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

২. মিয়ানমারে বর্বরতা-গণহত্যা বন্ধ করতে মিয়ানমারকে বাধ্য করুন।

৩. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিতে এবং তাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করুন।

৪. মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের অবাধ চলাফেরাসহ বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

৫. জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কফি আনান কমিশন এর রিপোর্ট বাস্তবায়ন করুন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চীন-রাশিয়া-ভারত মিয়ানমারে তাদের ব্যাপক বিনিয়োগের স্বার্থে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সহমর্মিতা প্রকাশ করলেও মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী নয়। অপরদিকে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে সৃষ্ট অস্থিরতাকে আরও উসকে দিয়ে সমস্যাকে গভীরতর করতে চাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নিয়ে মার্কিন ষড়যন্ত্র কারও অজানা নয়। নিরাপত্তা পরিষদে চীন-রাশিয়ার ভেটো ক্ষমতার কারণে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রোহিঙ্গাদের উপর পরিচালিত গণহত্যা, বর্বরতা বন্ধে মিয়ানমারকে বাধ্য করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে কারণে বিষয়টিকে সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করে আলোচনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের সমর্থন অর্জনের জন্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২০ অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন, রাশিয়া বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। এই বক্তব্য বাস্তবতা বিবর্জিত ও সত্যের অপলাপ মাত্র।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সিপিবি-বাসদ-বাম মোর্চার পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছি, রোহিঙ্গা বিষয়টি এখন আর বাংলাদেশ-মিয়ানমারের দ্বি-পাক্ষিক বিষয় নয়। এটি একটি বহুপাক্ষিক আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সে কারণে সরকারকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মিশন পাঠিয়ে সে দেশের সরকারসমূহকে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা ও বর্বরতা বন্ধে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অপরদিকে চীন, ভারত ও রাশিয়ার বিনিয়োগ ও স্বার্থ বাংলাদেশেও কম নয়। ফলে সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা ইস্যুতে তাদের ইতিবাচক অবস্থান নিতে সম্মত করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আমরা সারাদেশে গণস্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করেছি। প্রথম দফায় ২৫টি জেলায় লক্ষাধিক স্বাক্ষরসহ আজকে আমরা স্মারকলিপি জমা দিচ্ছি। পরবর্তীতে অন্যান্য জেলার গণস্বাক্ষরসমূহ জাতিসংঘ ঢাকা অফিসে জমা দেওয়া হবে।

নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘের কাছে আবেদনের পাশাপাশি দেশবাসীকে রোহিঙ্গা ঘটনায় সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোন দুষ্ট চক্র যাতে এ ইস্যুকে ব্যবহার করে দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রাদায়িক ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টির সুযোগ না পায় তার নজর রাখতে হবে।

শুধু মানবিক সহায়তা নয়, রোহিঙ্গাদের মায়ানমারের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পদক্ষেপ নিতে হবে

বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অন্যতম রোহিঙ্গাদের দুর্দশার চিত্র আমরা প্রতিদিন দেখছি। সহিংসতা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া, লুটতরাজ চালানো, হত্যা, ধর্ষণসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের এমন কোন উদাহরণ নেই যা রোহিঙ্গাদের উপর চালানো হয়নি। জীবনযন্ত্রণা কতটা অসহনীয় হয়ে ওঠলে মানুষ তার সব সহায়সম্বল ছেড়ে, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়; স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালীন সেই ভয়াল স্মৃতি আমাদের আছে। সাম্প্রতিক সময়ে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়া ইউরোপে আশ্রয় নেয়ার শরণার্থীদের বেদনাময় ঘটনাগুলোর কথাও আমাদের জানা। কিন্তু আমাদের পাশের দেশে যে মানবতার এত ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটলো তা আমরা শুধু প্রত্যক্ষই করছি না, তার ভারও বহন করতে হচ্ছে।

মায়ানমারে জাতিগত উন্মাদনা ও হিংস্রতা বিশ্ববাসী দেখছে কিন্তু এর অন্তরালে কী আছে? আছে, রাখাইন রাজ্যের সম্পদ লুণ্ঠন ও ভূ রাজনীতির ভয়ংকর হিসাব। যা সব সময়ে খোলাচোখে দৃশ্যমান নয়। রাখাইন রাজ্যের প্রকৃতির সম্পদ–গ্যাস, কয়লা, মূল্যবান পাথর, কাঠসহ বনজ সম্পদের তুলনায় ১৫ লাখ রোহিঙ্গার জীবন একেবারেই মূল্যহীন। এর সাথে আছে সমুদ্র ব্যবহারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করার বিশাল সম্ভাবনা। সড়ক পথে চীনের সাথে সংযোগ রক্ষায় ওয়ান রোড ওয়ান বেল্ট চালু হলে মায়ানমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তাদের কাছে। তাই রাশিয়া, চীনের কাছে মায়ানমার এত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত বা বসে থাকবে কেন? ভারতের সাথে মায়ানমারের ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। অন্যরা এসে লুট করে নিয়ে যাবে, রাজনৈতিক সামরিক স্বার্থ আদায় করবে, এ অঞ্চলের প্রধান শক্তি হিসেবে ভারত তাতে হিস্যা নেবে না, তাতো হতে পারে না। তাই ব্যবসার স্বার্থে কাছে চাপা পড়ে গেল লাখ লাখ রোহিঙ্গার স্বার্থ।

গত ২৫ আগস্ট মায়ানমার সেনাবাহিনী এথনিক ক্লিনজিং এর নতুন আক্রমণ শুরু করার পর আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করা গ্রামের সংখ্যা দাড়িয়েছে অন্তত ২৮৮টি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি থেকে বলেছে, মিয়ানমারের রাখাইনে আগুনে রোহিঙ্গাদের গ্রামগুলো প্রায় পুরোপুরি ছাই হয়ে গেছে। মাত্র চার সপ্তাহে পাঁচ লাখের বেশি রোহিঙ্গা কেন মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে এসেছে, তার কারণ বোঝা যায় ওই উপগ্রহ চিত্রগুলো থেকে ।

বাংলাদেশে ১৯৭৮ সাল থেকেই রোহিঙ্গাদের আশ্রয়গ্রহণ শুরু হয়েছে। এবারের রোহিঙ্গা বিতাড়ন শুরু হওয়ার আগে থেকেই গত ৩০ বছরে ৫ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এবারের রোহিঙ্গা ঢল আসার পর এ সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। বামপন্থি দলসমূহ প্রথম থেকেই গণহত্যার নিন্দা, লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করা ও দেশত্যাগে বাধ্য করার প্রতিবাদ করে এসেছে। মিয়ানমারে গণহত্যা বন্ধে বিশ্ববিবেকের প্রতি আহবান এবং সরকারকে মানবিক ও দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য বামপন্থিরা রাজপথে থেকেছে সবসময়। গত ১১ সেপ্টেম্বর '১৭ সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার একটি প্রতিনিধিদল সরেজমিনে টেকনাফ-উখিয়া অঞ্চলে শরণার্থী ক্যাম্পসমূহ পরিদর্শন করে আসেন। সেখানে গিয়ে শরণার্থীদের অমানবিক দুর্দশার চিত্র তারা দেখেন। লক্ষ লক্ষ নারী-শিশু বৃদ্ধের অসহায় ও হৃদয়বিদারক দৃশ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা দুটোই আমরা দেখেছি।

যদিও রোহিঙ্গা সমস্যার উৎস এবং সমাধান দুটোই মিয়ানমারে কিন্তু এর আঘাত এবং চাপ সহ্য করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। যদি এই সমস্যার যথার্থ সমাধানের উদ্যোগ নেয়া না-হয়, তাহলে সমস্যাকে পুঁজি করে দেশি-বিদেশি শক্তি এবং সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠতে পারে বলে তখন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। তাই ১৪ সেপ্টেম্বর '১৭ এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল–

১. মিয়ানমার থেকে আসা সব শরণার্থীর নাম, ঠিকানা লিপিবদ্ধ করে নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করতে হবে।

২. রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. গণহত্যা, বর্বরতা বন্ধ, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সে দেশে ফেরত নেয়া ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক তদারকি বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

৪. রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের উদ্যোগ বাড়াতে, কফি আনান কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে ও ভারত-চীনসহ অন্যান্য দেশকে পাশে পেতে কুটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো।

৫. মিয়ানমার সরকার ও সামরিক শক্তিকে অভিযুক্ত করে, গণহত্যা-বর্বরতার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করা।

৬. দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাসহ দেশের জল-স্থল সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় নজরদারি বাড়ানো।

৭. রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে না-পারে এবং কোন অপশক্তি যেন তাদের ব্যবহার করতে না-পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আমরা দেশের জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছিলাম, সাধ্যমতো রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ান। আর সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছিলাম, সহানুভূতি প্রকাশ এবং শুধুমাত্র ত্রাণ বিতরণ করে এ সমস্যার সমাধান হবে না। রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের ওপর অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাপ সৃষ্টি করছে, সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উস্কে দেয়ার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, সাহায্য ব্যবসায়ীদের প্রলুব্ধ করবে, দেশি বিদেশি ত্রাণ এবং সহায়তা লুটপাটের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। সে কারণে আমরা এ বিষয়গুলো বিবেচনা করার আহবান জানিয়েছিলাম।

এর পাশাপাশি দেশের জনগণকে আহবান করেছিলাম জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করার। এ লক্ষ্যে সারা দেশে সিপিবি-বাসদ ও বামমোর্চার উদ্যোগে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। নিম্নোক্ত দাবিসমূহ নিয়ে গণস্বাক্ষর অভিযানে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন।

১. মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শরণার্থীর মর্যাদা দিন এবং তাদের থাকা খাওয়া, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ সভ্য জীবনযাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

২. মিয়ানমারে বর্বরতা, গণহত্যা বন্ধ করতে মিয়ানমারকে বাধ্য করুন।

৩. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিতে এবং তাদের মিয়ানমারের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করুন।

৪. মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের অবাধ চলাফেরাসহ বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

৫. জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কফি আনান কমিশন এর রিপোর্ট বাস্তবায়ন করুন।

সংগৃহীত গণস্বাক্ষর নিয়ে জাতিসংঘ বাংলাদেশ অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের মনোভাব, সমর্থন এবং প্রত্যাশার কথা আমরা জাতিসংঘকে জানাবো। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে বাসদ এর পক্ষ থেকে আহবান–সাধ্যমত সহযোগিতা করুন, অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ান। দেশের অভ্যন্তরে আদিবাসী এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি অপমান অবমাননাসূচক কোন কাজ করবেন না। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার ফাঁদে পা দেবেন না। সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শক্তিশালী করুন। অসহায় মানুষের বেদনা উপলব্ধি করুন এবং প্রতিকারের সংগ্রাম করুন। কারণ অন্যায়ের প্রতিবাদের মাধ্যমেই মনুষ্যত্ব রক্ষা করা সম্ভব।